আদর্শ কর্মীর পরিচয়

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

শুরুর কথা

কর্মী তো তিনি যিনি কাজ করেন।

জীবনের স্থূল প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ এমনিতেই কাজ করে থাকে।

জীবনের সূক্ষ্ম প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষকে স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে হয়।

ইসলামী আন্দোলনের কাজ মানুষের স্বেচ্ছায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নির্ভর কাজ।

ইসলামী আন্দোলনের একজন আদর্শ কর্মী হতে হলে নিম্নরূপ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকা প্রয়োজন ঃ

আলকুরআন অধ্যয়ন

আলকুরআন মহা জ্ঞান ভাণ্ডার।

আলকুরআন নির্ভুল জ্ঞানের উৎস।

আলকুরআন মানুষকে আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান দান করে।

আলকুরআন মানুষের মর্যাদা ও এই পৃথিবীতে তার কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করে।

আলকুরআন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিশীলিত ও সমুন্নত করার বিধান দান করে।

আলকুরআন মানুষকে শান্তি, সুখ, উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের পথ দেখায়।

ইসলামী আন্দোলনের একজন আদর্শ কর্মীকে আলকুরআনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতিদিন যথেষ্ট সময় নিয়ে এবং অনুসন্ধানী মন নিয়ে আলকুরআন অধ্যয়ন করতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَه حَقَّ تِلَاوَتِه ط আলবাকারা ॥ ১২১

"আমি যাদেরকে আলকিতাব দিয়েছি তারা হক আদায় করে তা তিলাওয়াত করে।"

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا. আলমুয্‌যাম্মিল ॥ ৪

"আর থেমে থেমে আলকুরআন পড়।"

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِه — সোয়াদ ॥ ২৯

"আমি তোমার প্রতি এই বরকতময় কিতাব নাযিল করেছি যাতে লোকেরা এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে।"

আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَتَدَبَّرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ — মিশকাত।

"এতে যা কিছু আছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার।"

আল হাদীস অধ্যয়ন

আলহাদীস তো আলকুরআনেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আল কুরআনের প্রয়োগিক রূপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে আল হাদীস অধ্যয়ন অত্যাবশ্যক।

প্রতিদিন কয়েকটি হাদীস অধ্যয়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন

অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য আলকুরআন ও আলহাদীসের জ্ঞানের সহজীকরণ।

প্রতিদিন কোন না কোন ইসলামী বইয়ের অংশ বিশেষ পড়ার অভ্যাস সৃষ্টিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল জীবন যাপন এবং পৃথিবীর অংগনে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্য এই জ্ঞান-চর্চা অত্যাবশ্যক।

অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী জীবনকে ঢেলে সাজানো

জানা এক কথা। মানা ভিন্ন কথা। ইসলাম চায় মানুষ জ্ঞান অর্জন করুক এবং সেই জ্ঞানের আলোকে জীবন পরিচালনা করুক।

আলকুরআন ও আলহাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার নামই আমালুছ ছালিহ।

(ক) আলাহ ও আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

(খ) আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু করতে বলেছেন তা করতে হবে।

(গ) আল্লাহ ও আল্লাহ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেই কাজ যেইভাবে করতে বলেছেন সেই কাজ সেইভাবে করতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَاتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِه اَوْلِيَاءَ ط   আলআ'রাফ ॥ ৩

"তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে তা অনুসরণ কর। সেই রবকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে পৃষ্ঠপোষক গণ্য করে তাদের অনুসরণ করো না।"

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَاتَّقُوْا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

আলহুজুরাত ॥ ১

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অগ্রবর্তী হয়ো না। আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছ্ শুনেন, জানেন।"

এই আয়াতে আল্লাহ তাকিদ করছেন যাতে কোন মুমিন কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিদ্ধান্তের ওপর নিজের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার না দিয়ে বসে।

আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِه.

মুয়াত্তা, ইমাম মালিক (রহ)।

"আমি দুইটি জিনিস তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি। যতোদিন তোমরা এই দুইটি জিনিস আঁকড়ে থাকবে,

পথভ্রষ্ট হবে না। (জিনিস দুইটি হচ্ছে :) আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত।"

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) বলেছেন,

"তোমরা আলকুরআন ও আস্‌সুন্নাহর দিকে ফিরে আস। এর বাইরে রয়েছে ফিসক, বিদ'আত, শিরক ও কুফর।

সকল প্রকার আপোসকামিতা, বিচ্যুতি আর বিকৃতির ত্রাস ইমাম ইবনু তাইমিয়ার (রহ) এই উক্তি তো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপরে উল্লেখিত বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি।

এই সব দিক নির্দেশনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা উচিত ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মীর জীবন ধারা। আর এইভাবে জীবন গড়ে তোলার নামই তো তাযকিয়া।

একাগ্রচিত্তে ছালাত আদায়

ছালাত বা নামায আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলোর মধ্যে সবচে' বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আলকুরআনে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ছালাত সম্পর্কে খুব বেশি তাকিদ করেছেন।

আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط আল'আনকাবুত : ৪৫

"নিশ্চয়ই ছালাত (লোকদেরকে) অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।"

কিন্তু কেবল মাকবুল (গৃহীত) ছালাতই কোন ব্যক্তিকে ফাহিশা ও মুনকার থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আর ছালাত মাকবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে ছালাতে দেহের সাথে মন সংগ দিতে হবে।

ইখলাস সহকারে, গভীর মনোযোগ সহকারে, ধীরে সুস্থে আদায়কৃত ছালাত মানুষের গুনাহগুলো মিটিয়ে দেয়।

আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা ভেবে দেখেছো কি, তোমাদের কারো বাড়ির সামনে যদি একটি নদী থাকে আর সে যদি প্রতিদিন পাঁচবার সেই নদীতে গোসল করে তার গায়ে কি কোন ময়লা থাকতে পারে? সাথীরা বললেন, "না, তার গায়ে কোন ময়লা থাকতে পারে না।" তিনি বললেন, "পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত অনুরূপ। এইগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ ব্যক্তির গুনাহগুলো মিটিয়ে দেন।"

আবু হুরাইরা (রা), ছাহীহ মুসলিম, ছাহীহ আলবুখারী।

শেষ রাতের ছালাতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"মহান ও কল্যাণময় রব রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমান থেকে বলতে থাকেন, "কে আছ আমাকে ডাকার। ডাক, আমি ডাকে সাড়া দেবো।

কে আছ নিজের অভাব জানাবার। জানাও, আমি অভাব দূর করে দেবো। কে আছ ক্ষমা প্রার্থনা করার? কর, আমি ক্ষমা করে দেবো।"

আবু হুরাইরা (রা), ছাহীহ আলবুখারী।

ইসলামী আন্দোলনের একজন আদর্শ কর্মীর ছালাতও হতে হবে উন্নতমানের।

তদুপরি গভীর রাতে মানুষ যখন সাধারণত নাক ডেকে ঘুমায় তখন ওঠে– ছালাতুত্ তাহাজ্জুদ আদায় করা ইসলামী আন্দোলনের একজন আদর্শ কর্মীর অনন্য বৈশিষ্ট।

উল্লেখ্য যে শারয়ী ওযর ব্যতিরেকে জামা'আত ছাড়া ফারয ছালাত আদায় সমীচীন নয়।

মুবাল্লিগ বা দা'য়ী ইলাল্লাহ্ রূপে ভূমিকা পালন

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য সম্পর্কে গণ-মানুষকে ওয়াকিফহাল করে তুলতে হলে তাঁদের কাছে যেতে হবে, তাঁদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

যিনি এই কাজ করেন তিনি দীনের মুবাল্লিগ বা দা'য়ী ইলাল্লাহ।

সকল নবীর এটি ছিলো অন্যতম প্রধান কাজ। নবীর নিষ্ঠাবান অনুসারীদেরও এটি ছিলো অন্যতম প্রধান কাজ।

আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ج আয্যুমার ॥ ৪১

"আমি সত্যতা সহকারে তোমার প্রতি আলকিতাব নাযিল করেছি সকল মানুষের জন্য।"

بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ط আল-মায়িদা ॥ ৬৭

"তোমরা রবের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে তা লোকদের নিকট পৌঁছাও।"

اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ . আন্-নাহল ॥ ১২৫

"তোমার রবের পথে লোকদেরকে ডাক।"

আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً.

"আমার পক্ষ থেকে একটি কথা শিখে থাকলেও তা অন্যদের নিকট পৌঁছাও।"

আদ্‌দা'ওয়াতু ইলাল্লাহর কাজ করতে হবে মুখের ভাষায় (আদ্‌দা'ওয়াতু বিল্‌লিসান), উপকরণের মাধ্যমে (আদ্‌দা'ওয়াতু বিল আসবাব) এবং চরিত্র মাধুর্য ছড়িয়ে দিয়ে (আদ্‌দা'ওয়াতু বিল আখলাক)।

(ক) নির্মল চরিত্র,
(খ) পরিচ্ছন্ন লেন দেন,
(গ) হাসিমাখা মুখ,
(ঘ) অমায়িক ব্যবহার,
(ঙ) কথা শুনার ধৈর্য,
(চ) গুছিয়ে কথা বলার যোগ্যতা,
(ছ) অশোভন আচরণের মুখে নিজকে সংযত রাখার যোগ্যতা–
মুবাল্লিগ বা দা'য়ী ইলাল্লাহর কতিপয় কাংখিত গুণ।

অনুগত সৈনিকের মতো সাংগঠনিক নিয়ম ও নির্দেশ পালন

কোন ব্যক্তির সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া তখনি অর্থবহ হয় যখন তিনি নিজকে সংগঠনের কমান্ডের অধীনে পেশ করেন।

আর সংগঠনের কমান্ডের অধীনে নিজকে পেশ করার অর্থ হচ্ছে যথাযথভাবে সংগঠনের নিয়ম ও নির্দেশ মেনে চলা।

কোন সংগঠন তখনি শক্তিশালী হয় যখন এর কর্মীরা থাকে সুশৃংখল। আর শৃংখলার মূল উপাদান হচ্ছে আনুগত্য।

ইসলামী জীবন ধারায় আনুগত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ. আন্ নিসা ॥ ৫৯

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং উলুল আমরের আনুগত্য কর।"

আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) বলেছেন,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ .

"নেতার নির্দেশ শুনা ও মানা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য চাই সেই নির্দেশ তার পছন্দ হোক, অথবা অপছন্দ হোক।"

অবশ্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক উলুল আমরের কোন নির্দেশ মানা যাবে না। সাংঘর্ষিক না হলে নিষ্ঠাসহকারে সেই সব নির্দেশ পরিপূর্ণ আন্তরিকতাসহকারে প্রতিপালন করতে হবে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করার জন্য কর্মীদেরকে বলা হয়। যেমন,

(ক) কর্মী সভা,

(খ) দা'ওয়াতী অভিযান,

(গ) শিক্ষা বৈঠক,

(ঘ) শিক্ষা শিবির,

(ঙ) সুধী সমাবেশ,

(চ) সিমপোজিয়াম (আলোচনা সভা),

(ছ) সেমিনার,

(জ) জনসভা ইত্যাদি।

এই গুলোতে আন্তরিকতাসহকারে সঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়া ও উপস্থিত থাকা একজন আদর্শ কর্মীর বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহর পথে অর্থ দান

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য একজন কর্মীকে যেমন নিয়োজিত করতে হবে তাঁর সময়, শ্রম ও মেধা, তেমনিভাবে ব্যয় করতে হবে তাঁর অর্থ-সম্পদ।

আল্লাহর পথে অর্থ দান বা ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ একজন আদর্শ কর্মীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহর পথে অর্থ দানের জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আলকুরআনের বহু স্থানে তাকিদের ওপর তাকিদ দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন,

وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ. আস্‌সাফ ॥ ১১

"এবং তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর তোমাদের মাল ও জান দিয়ে।"

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ . আলবাকারাহ ॥ ১৯৫

"এবং তোমরা অর্থ দান কর আল্লাহর পথে।"

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ.

আলবাকারাহ ॥ ২৫৪

"হে মুমিনগণ, তোমরা দান কর আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন বেচাকেনা, কোন বন্ধুত্ব এবং কোন সুপারিশ চলবে না।"

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ. আলে ইমরান ॥ ১৩৪

"যারা সচ্ছল অবস্থায় ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে।"

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ — اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ — اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا — لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ. আলআনফাল ॥ ২

"প্রকৃত মুমিন তারাই যাদের অন্তর আল্লাহর কথা উল্লেখ করলে কেঁপে ওঠে, আল্লাহর আয়াত যখন পড়া হয় তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, তারা তাদের রবের ওপর আস্থা ও নির্ভরতা রাখে, ছালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে যেই ধন-সম্পদ দিয়েছি, তা থেকে দান করে। এরাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, অপরাধের ক্ষমা এবং উত্তম রিযক।"

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ — আলআনফাল ॥ ৭২

"যেসব লোক ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে, আল্লাহর পথে মাল ও জান উৎসর্গ করেছে এবং যারা হিজরাতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা একে অপরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক।"

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. আত্‌তাওবাহ ॥ ২০

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে এবং তাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আল্লাহর নিকট তাদেরই বড়ো মর্যাদা। তারাই সফলকাম।"

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. আত্‌তাওবাহ ॥ ৪১

"হালকা বা ভারী যাই হও না কেন বেরিয়ে পড় (অর্থাৎ যেই অবস্থাতেই তোমরা থাক না কেন) আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর– যদি তোমরা জান।"

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ — আত্‌তাওবাহ ॥ ১১১

"নিশ্চয়ই আলাহ মুমিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।"

وَلاَيُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلاَكَبِيْرَةً وَّلاَيَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ اَحْسَنَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ — আত্‌তাওবাহ ॥ ১২১

"তারা অল্প বা বেশি যা কিছু খচর করুক না কেন কিংবা কোন উপত্যকা অতিক্রম করুক না কেন এসব তাদের নামে রেকর্ড করা হয় যাতে তারা যা করেছে তার সর্বোত্তম প্রতিদান আল্লাহ তাদের দিতে পারেন।"

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ — আলে ইমরান ॥ ৯২

"তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।"

অর্থ-সম্পদ আল্লাহই মানুষকে দান করেছেন। আল্লাহ চান একজন মুমিন খুশি মনে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অকাতরে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করুক। একজন মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে আলাহর এই ইচ্ছা পূরণের জন্য শোভন পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকা। ইসলামী আন্দোলনের একজন আদর্শ কর্মী ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর ক্ষেত্রেও অনুকরণযোগ্য উদাহরণ স্থাপন করবেন, এটাই প্রত্যাশিত।

আত্ম-পর্যালোচনা

আত্ম-সমালোচনা ও আত্ম-বিশ্লেষণ পরিভাষা দুইটিও আত্ম-পর্যালোচনার সমার্থক।

ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী সচেতনভাবে ইসলামী ভাবধারার (Spirit) খেলাফ কিছু করবেন, এটা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু অবচেতনভাবে কথায়, কাজে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে, নির্দেশ প্রদানে কিংবা আচরণে তিনি ভুল-ত্রুটি করে ফেলতে পারেন। সেই জন্য প্রয়োজন প্রতিদিনই কিছু সময় আত্ম-পর্যালোচনায় নিমগ্ন হওয়া।

আল্লাহ বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ج وَاتَّقُوْا اللهَ ط اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

আলহাশর ॥ ১৮

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্য করা কর্তব্য সে আগামী দিনের জন্য অগ্রে কী পাঠিয়েছে। আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সম্পর্কে অবহিত তোমরা যা কর।"

আত্ম-পর্যালোচনাকালে যেইসব ভুল-ভ্রান্তির কথা মনে উদিত হবে সেইসব ভুল-ভ্রান্তির যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং মহান আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে।

শেষের কথা

আসুন, ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে আমরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিই–

১। আমরা প্রতিদিন যথেষ্ট সময় নিয়ে আলকুরআন, আলহাদীস ও অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করবো।

২। আমরা অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী নিজের জীবনকে ঢেলে সাজাতে চেষ্টারত থাকবো।

৩। আমরা একাগ্রচিত্তে ছালাত আদায় করবো।

৪। আমরা দীনের মুবাল্লিগ বা দা'য়ী ইলাল্লাহ রূপে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবো।

৫। আমরা অনুগত সৈনিকের মতো সংগঠনের প্রতিটি নিয়ম ও প্রতিটি নির্দেশ পালন করবো।

৬। আমরা আল্লাহর পথে অকাতরে অর্থ দান করতে থাকবো।

৭। আমরা প্রতিদিন আত্ম-পর্যালোচনা করে নিজেদেরকে ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের আদর্শ কর্মী হওয়ার এবং উত্তরোত্তর মান বৃদ্ধি করার তাওফীক দান করুন!

--০--